দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11 JAN 1990
পৃঃ 2 কলাম 7

শিক্ষকতা ও ধূমপান

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ পথকলি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছাত্রদের সামনে ধূমপান না করার আহবান জানিয়েছেন। নানা কারণেই এ আহবান গুরুত্বপূর্ণ। সদাচার আর শিষ্টাচারের নানা উপদেশ আমরা যথেচ্ছাই ছড়িয়ে থাকি। আর শিক্ষকদের তো ছড়াতেই হয়। বিশেষ করে সব শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের ধূমপানকে একটি গর্হিত কাজ গণ্য করে থাকেন। তবু শিক্ষার্থীরা ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এই, যে শিক্ষক প্রত্যাশা করেন তাঁর শিক্ষার্থী ধূমপানে বিরত থাকবে তিনিও অবলীলায় শিক্ষার্থীর সামনে ধূমপান করে নিজ আদর্শে ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলেন। ব্যত্যয় ঘটান 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও' এই মৌল নীতির।

ধূমপান এখন আর কেবল সদাচার আর শিষ্টাচারের খেলাফ বলেই নিন্দনীয় নয়। বরং সুস্বাস্থ্যের প্রতিবন্ধক হিসাবেও নিন্দিত। দুনিয়াময় ধূমপান বিরোধী আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে এবং বাংলাদেশও এই ক্ষতিকর আসক্তি বর্জনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ অবস্থায় শিশু আর শিক্ষার্থীদের ধূমপান থেকে দূরে রাখার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিকাশমান জীবনে শিক্ষকের প্রভাবই প্রবলতর। এ অবস্থায় ধূমপান বর্জনের আদর্শ শিক্ষকদেরই স্থাপন করতে হবে। পথকলি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দায়িত্ব শিক্ষাদানের অতিরিক্ত। সংস্কারকের কিছু ভূমিকা তাদের নিতেই হবে। তাঁদের প্রতিটি আচরণই সচেতন আর সুচিন্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধূমপানরূপী বদ আসক্তি থেকে ছাত্রদের দূরে রাখার জন্যেও তাদের সতর্ক থাকতেই হবে।

শিক্ষকেরা ধূমপান করবে না, এমন একটা অবস্থা তৈরি করতে পারলেই ভাল ছিল। না পারলে আপোস ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষার্থীদের সামনে ধূমপান না করার প্রস্তাব খুবই যুক্তিসঙ্গত। আড়ালে ধূমপান করার বাধ্যবাধকতা মেনে নিলে তা এই অভ্যাস পুরোপুরি বর্জনেরও সহায়ক হবে। যা কার্যত অর্থ আর স্বাস্থ্য বিনাশের হাত থেকে জাতিকে মুক্ত করার পথ রচনা করবে। আমরা তাই ফার্স্ট লেডীর এ নির্দেশকে স্বাগত জানাই।

একই সঙ্গে আমরা মনে করি যে, শিক্ষকদের ধূমপান করতে দেখলে কেবল পথকলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই এই অবাঞ্ছিত আসক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে না, এ তত্ত্ব বিদ্যালয় মাত্রের জন্যেই সমান সত্য। তেমনি উপদেশের আগে আদর্শ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সব শিক্ষকের ক্ষেত্রেই সমান। ফলে, শিক্ষকদের পক্ষে ধূমপান যদি পুরোপুরি বর্জন সম্ভব না-ও হয়, সব শিক্ষকের জন্যেই শিক্ষার্থীদের সামনে ধূমপান না করার আদর্শ বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ পথে শিক্ষাঙ্গন যদি ধূমপানমুক্ত হয়ে ওঠে তাহলে গোটা জাতিকে এই সর্বনাশা আসক্তি থেকে মুক্ত করা আর কঠিন থাকবে না, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা চলে। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের শিক্ষকসমাজ জাতির কল্যাণে এটুকু বাধ্যবাধকতা মেনে নিতে কার্পণ্য করবেন না।

শিক্ষাঙ্গনে প্রকাশ্য ধূমপান যদি বন্ধ হয়, পর্যায়ক্রমে গোটা দেশে প্রকাশ্য ধূমপান বন্ধ করার ব্যবস্থাও সহজেই নেয়া যেতে পারে। সম্ভব হতে পারে একটি বড় সমস্যার সহজ সমাধান।